# পরিবেশ ও ইতিহাস (অতীত ও ঐতিহ্য)

২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে সপ্তম শ্রেণিতে ও ২০১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে ষষ্ঠ ও অষ্টম শ্রেণিতে সমাজবিজ্ঞানের নতুন পাঠক্রম চালু হয়েছে। সেই মোতাবেক 'পরিবেশ ও ইতিহাস' পর্যায়ের অংশ হিসাবে *অতীত ও ঐতিহ্য* নামের নতুন তিনটি ইতিহাস বই প্রণীত হয়েছে। বইগুলির পরিকল্পনা ও প্রণয়ন কালে জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা, ২০০৫ (National Curriculum Framework, 2005) যেমন আলোচিত হয়েছে, তেমনি বিদ্যালয় পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি বিষয়ক বিশেষজ্ঞ কমিটির বানানো বিদ্যালয় সমূহের নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি সম্পর্কে অন্তর্বর্তী প্রস্তাব (২০১১)-এর অন্তর্গত ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির ইতিহাস বিষয়ক পাঠক্রমগুলিও পর্যালোচিত হয়েছে। এই সমগ্র পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের ফলাফল হিসাবে *অতীত ও ঐতিহ্য* শিরোনামের পাঠ্যবই তিনটি সম্ভবপর হয়েছে।

পাঠ্যবইগুলি র একেবারে শেষে অতি সংক্ষেপে একটি 'শিখন পরামর্শ' সংযোজিত হয়েছে। শ্রেণিকক্ষে পাঠ্যবিষয় সমূহ ও পাঠ্যবইগুলি কীভাবে ছাত্রছাত্রীদের সহায়ক করে তোলা যায় তারই রূপরেখা সেখানে আলোচিত। সেই আলোচনাই আরো বিস্তারিতভাবে করা এই লেখার মূল উদ্দেশ্য। প্রসঙ্গত, জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা-২০০৫ (NCF, 2005) ও বিশেষজ্ঞ কমিটির অন্তর্বর্তী প্রস্তাব (২০১১) দলিল দুটি এই আলোচনায় দিক্‌নির্দেশক হিসাবে কাজ করবে।

### উচ্চ-প্রাথমিক স্তরে ইতিহাস চর্চা

ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়াদের বয়ঃক্রম সাধারণভাবে ১০ বছর থেকে ১৩ বছরের মধ্যে হওয়া স্বাভাবিক (যেহেতু ২০১২ সাল পর্যন্ত অনেক শিশুই ৫ বছরে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছে)। ফলে একদিকে তারা শৈশব ও অন্য দিকে কৈশোরের মাঝামাঝি অবস্থানে রয়েছে। এই পর্যায়ে নিজের ও নিজের পরিপার্শ্বের প্রতি তার মনে নানা প্রশ্ন কৌতূহল তৈরি হয়। অজানাকে জানার প্রতি, অ্যাডভেঞ্চারধর্মী মানসিকতার প্রতি আগ্রহ দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রেই। এই বয়সের শিক্ষার্থীদের তাই একঘেয়ে তথ্যভারাক্রান্ত পাঠ্যবিষয় আকর্ষণ করে না। এই পর্যায়ের সমাজবিজ্ঞানের অংশ হিসাবে ইতিহাস পঠন-পাঠনের প্রসঙ্গে জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা, ২০০৫-এ বলা হচ্ছে—"History will take into account developments in different parts of India, with sections on events or developments in other parts of the world (NCF, 2005, p. 53)

ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির ইতিহাস পাঠ্যসূচি মূলত ভারতবর্ষের ইতিহাসের উপরেই কেন্দ্রীভূত। সেই প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল ও তাদের ইতিহাসকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা অর্থনৈতিক ইতিহাস আলোচনার প্রসঙ্গে বিভিন্ন আঞ্চলিক উদাহরণকে আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষিত মনে রেখে বাংলার ইতিহাসের উপরেও বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে নানান অধ্যায়ে।

এর পাশাপাশি, ঐ কাল পর্যায়ে ভারতবর্ষের সঙ্গে বিদেশের যোগাযোগের নানা দিকগুলিও আলোচনায় আনা হয়েছে। ফলে আলোচ্য কাল পর্যায়ে বহির্ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি তথা নানান ঘটনাক্রমের সঙ্গে ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক গতি-প্রকৃতির সংঘাত ও সমন্বয়ের প্রসঙ্গগুলিও ছাত্র ছাত্রীরা খুঁজে পাবে। প্রসঙ্গত জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা- ২০০৫-এ বলা হয়েছে 'In a pluralistic society like ours, it is important that all regions and social groups be able to relate to the textbook. Relevant local content should be part of the teaching- learning process...'*(NCF2005,p.50)*

### ইতিহাস চর্চার ধারণা, এই পাঠ্যবইটির বৈশিষ্ট্য এবং তথ্য ও অনুমিতি নির্মাণ

বিদ্যালয়স্তরে ইতিহাস পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে একটি চালু ধারণা হলো কেবল তথ্য মুখস্থ করা ও যথাসম্ভব বড়ো বড়ো উত্তর লেখা। বলা বাহুল্য এই দুটি ধারণাই ভুল এবং তা ছাত্রছাত্রীদের ইতিহাস বিষয়ের প্রতি অনুরাগের বদলে বিকর্ষণ তৈরি করাব প্রধান সহায়। এ বিষয়ে জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা- ২০০৫-এ স্পষ্ট বলা হয়েছে– "It is believed that the social sciences merely transmit information and are text centred. Therefore, the content needs to focus on a conceptual understanding rather lining up facts to be mermorised for examinations... emphasis has to be laid on developing concepts and the ability to analyse socio-political realities rather than on the mere retention of information without comprehension." (NCF, 2005, p.50).

এই পাঠ্যবইগুলিতে তথ্যকে কেবল তথ্য হিসাবে ছেড়ে রাখা হয়নি। প্রতিটি তথ্যকে কোনো এক বৃহত্তর অনুমিতি (inference) নির্মাণের লক্ষ্যে ব্যবহার করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে তথ্য ছাড়া ইতিহাস তৈরি হতে পারে না। কিন্তু বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত তথ্য সমাবেশও ইতিহাসের কাজ নয়। বইগুলিতে প্রতিটি তথ্যই সন্নিবেশিত হয়েছে যৌক্তিক বিশ্লেষণের উপকরণ হিসাবে। তথ্যের স্বাতন্ত্র্য (autonomy) নয়, বরং তথ্যরাশির মধ্যে থেকে সাধারণ বোধের ও অনুমিতির বিকাশের উপরেই জোর দেওয়া হয়েছে। তথ্য মুখস্থ করার বদলে অনুমিতি নির্মাণের লক্ষ্যেই ছাত্রছাত্রীদের উস্কে দেওয়া দরকার। তাহলেই তথ্য আর 'ভার' (burden) না হয়ে, যৌক্তিক অনুমিতিতে পৌঁছানোর রসদ হয়ে উঠবে।

পাশাপাশি, বইগুলিতে প্রতিটি প্রাসঙ্গিক ধারণা (concept) ব্যাখ্যা করার দিকেও নজর দেওয়া হয়েছে। একেবারে গোড়া থেকেই যাতে ছাত্রছাত্রীরা প্রতিটি প্রসঙ্গ এমনকী কথার মানেও বুঝে নিতে পারে তার উপরে জোর পড়েছে। বিভিন্ন ধরণের ছোটোখাটো, কিন্তু জরুরি ধারণাকেও ভেঙে বলা হয়েছে ।

## পাঠ্যবইগুলির মূল বৈশিষ্ট্য

১। যথাসম্ভব সহজ ভাষায় ও ছোটো বাক্যবন্ধের ব্যবহার।

২। বর্ণনার পাশাপাশি, তার পরিপূরক হিসাবে ছবি, ছক, রেখচিত্র ও মানচিত্রের ব্যবহার।

৩। **পাঠ্যবইগুলির** মূল বিবরণীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কখনও বা পাতার পাশে, কখনও মাঝে 'টুকরো কথা', 'মনে রেখো', 'কথার মানে' ও 'ভেবে বলো' শীর্ষক ছোটো-বড়ো অংশ সন্নিবেশিত হয়েছে। বস্তুত, প্রথম তিনটি এক্ষেত্রে মূল বর্ণনার নানা অংশকে আরেকটু গভীরে আলোচনা করে ছাত্রছাত্রীদের বোধগম্য করে তোলায় ব্যবহৃত হয়েছে। চরিত্রের দিক থেকে ওগুলি 'anecdote'-ধর্মী। একটা প্রসঙ্গকে মনোগ্রাহী ও বোধগম্য করে তোলার ক্ষেত্রেই যেন 'টুকরো কথা', 'মনে রেখো' অংশগুলির ব্যবহার হয়। সেটা খেয়াল রাখবেন শিক্ষক/শিক্ষিকা। এই বিষয়টি পাঠ্যবইয়ের শেষে 'শিখন পরামর্শ' অংশে আলোচিত হয়েছে। নানা প্রসঙ্গে 'ভেবে বলো' শীর্ষক অংশে ছাত্রছাত্রীদের নিজস্ব অনুমিতি (inference) নির্মাণের দিকে উস্কে দেওয়া হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে পাতার পাশে scroll-এ(ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণি) বা ফাঁকা জায়গায় (অষ্টম শ্রেণি)ও প্রশ্ন রাখা হয়েছে, যার আলোচনা কোনো বর্ণনা, ছবি, মানচিত্র বা ছক-নির্ভর ভাবে করা যাবে।

৪। নতুন পাঠ্যবইদুটি বহু রঙিন এবং সাদাকালো ছবি সমৃদ্ধ। ছবিগুলি নিছক অঙ্গসজ্জার অংশ নয়। পাঠ্য বর্ণনা (narrative)-এর পরিপূরক হিসাবে ছবিগুলিকেও পড়তে ও বুঝতে তথা ব্যবহার করতে হবে। ছবিগুলি তার আগে-পরে আলোচিত প্রসঙ্গকে নিছক বর্ণনার গণ্ডির বাইরে দৃশ্যমান করে তুলে যাতে শিক্ষার্থীর বোধগম্যতার (understanding) বিকাশে সহায়ক হয় সেই লক্ষ্যে প্রতিটি ছবি সাজানো হয়েছে। এ প্রসঙ্গে জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা- ২০০৫-এ স্পষ্টই বলা হয়েছে— "The teaching of the social science must adopt methods that promote creativity, aesthetics and critical perspectives, and enable children to draw relationships between past and present, ...." (NCF, 2005, p. 53-54) আরো বলা হচ্ছে— " Teaching (of social science) should utilise greater resources of audio-visual materials, including photographs, charts, maps and replicas of archaeological and material cultures." (NCF, 2005, p.54)।

**ছবি ব্যবহারের উদাহরণ হিসাবে এখানে সপ্তম শ্রেণির ছবির প্রসঙ্গ আলোচিত হলো:** সপ্তম শ্রেণির *অতীত ও ঐতিহ্য* বইটির পৃ.১১২ তে 'মুঘল শিল্পীদের চোখে ভারতবর্ষের জীবন-জীবিকা' শীর্ষক চারটি ছবি সন্নিবেশিত হয়েছে। আবার ১১৬ পৃষ্ঠায় 'জীবন-জীবিকার নানারকম : সুলতানি ও মুঘল যুগ' শীর্ষক পাঁচটি ছবি আছে। সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম অংশে যেখানে সুলতানি ও মুঘল যুগে ভারতের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার কথা আছে, তার সঙ্গে ঐ ছবিগুলি মিলিয়ে আলোচনা করলে ঐ বর্ণনা কেবল ধারাবিবরণ নয়, দৃশ্য হিসাবেও ফুটে উঠবে শিক্ষার্থীদের চোখে। সেক্ষেত্রে ১১২ পৃ. ছবিটি নিয়ে আলোচনা করলে, কে কীভাবে চারটি ছবি ব্যাখ্যা করছে সেদিকেও শিক্ষক/শিক্ষিকা নজর দিতে পারেন। তারপরে ১১৩ পৃ. থেকে জীবনযাত্রার প্রসঙ্গে আলোচনায় যেতে পারেন। ১১২ পৃ. ছবি চারটিতে যেমন মাছ ধরা, তুলো-সুতো তৈরির প্রসঙ্গ আসবে, তেমনি আসবে দুর্গ তৈরির প্রসঙ্গ। দুর্গ

তৈরিতে যে পুরুষের পাশাপাশি, মহিলাদের ভূমিকাও ছিল, সে কথাটাও উঠে আসবে। যাতে প্রতিটি ছবি তার বহুমাত্রিক চরিত্র নিয়ে শিক্ষার্থীদের আলোচনায় উঠে আসে তার জন্য শিক্ষক/শিক্ষিকাদের সচেতনভাবে প্রসঙ্গ উস্‌কে দিতে তো হবেই।

৫। বইগুলিতে বিভিন্ন মানচিত্র ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতিটি মানচিত্র বিবরণের পরিপূরক হিসাবে আলোচনায় আনতে হবে। মানচিত্রগুলিকে দেখে কেবল তার থেকেই ছাত্রছাত্রীরা কী কী বুঝতে পারছে বা বৈশিষ্ট্য লক্ষ করছে তার বিশ্লেষণে জোর দিতে হবে। তাতে করে মানচিত্র পাঠের ও বিশ্লেষণের দক্ষতাও তৈরি হবে। তাছাড়া, আলোচনায় যখনই কোনো এমন বিষয় আসবে, যার সম্বন্ধীয় মানচিত্র পাঠ্যবইটিতে নেই, তখন শিক্ষক/ শিক্ষিকা অতিরিক্ত মানচিত্র ব্যবহার করলে ভালো হয়।

৬। ষষ্ঠ শ্রেণির বইটির বাঁ পাতার বাঁ দিকে ও ডান পাতার ডান দিকে একটি করে শিলালিপির ছাপ আছে। তার কিছু অংশ ফাঁকা রাখা হয়েছে। অষ্টম শ্রেণির বইটিতে সাদা ফাঁকা জায়গা রয়েছে। ঐ ফাঁকা জায়গাগুলিতে ছাত্রছাত্রীরা রোজের আলোচনার জরুরি প্রসঙ্গগুলো লিখে রাখবে। শিক্ষক/শিক্ষিকাদের প্রতি অনুরোধ, প্রথম দিনেই এই বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের ওয়াকিবহাল করে দিন।

## শ্রেণিকক্ষে পাঠ্যবইটির দৈনন্দিন ব্যবহার

শ্রেণিকক্ষে পাঠ্যবইগুলির দৈনন্দিন ব্যবহারের ক্ষেত্রে দুটি প্রধান বিষয় হলো, নির্দিষ্ট সময়ে পাঠ্যবইটির পঠন-পাঠন ও আলোচনা শেষ করা এবং কোনো ভাবেই মুখস্থবিদ্যা-নির্ভর তথ্যভারাক্রান্ত ইতিহাসচর্চার বাতাবরণ না তৈরি হতে দেওয়া। প্রতিটি ছাত্রছাত্রীকে স্বতন্ত্র মতামত, ভাবনা-চিন্তা করবার জন্য উদ্বুদ্ধ করা দরকার। এতদিন ধরে প্রচলিত তথ্য মুখস্থ করার পদ্ধতিতে অভ্যস্ত ছাত্রছাত্রীরা অনেকেই জড়তা ভেঙে আলোচনায় অংশ নিতে পারবে না। তাদেরকেও উদ্বুদ্ধ করতে হবে। সামান্য পারলেই আরো ভালো করার উৎসাহ দিতে হবে। সাধারণ পর্যবেক্ষণ, বোধ-বুদ্ধি-জাত ধারণার সঙ্গে যাতে তাদের পাঠ্য বিষয় সম্পর্কিত হতে পারে, তার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া দরকার।

## পাঠ্যবইয়ের চৌহদ্দি পেরিয়ে

পাঠ্যবই ও তার অন্তর্গত তথ্য মুখস্থ করা ও স্মৃতি-নির্ভর চর্চা যে ইতিহাস শিক্ষার পথে অন্তরায় তার বিষয়ে জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা-২০০৫-এ বিস্তৃত আলোচনা লক্ষণীয়। "In order to make the process of learning participative, there is a need to shift from mere imparting of information to debate and discussion... The approach to teaching therefore needs to be open-ended. (NCF, 2005, p.54)

ফলে, ছাত্রছাত্রীদের একা একা পড়ার বদলে, শ্রেণিতে নানা প্রসঙ্গ নিয়ে সবার মধ্যে আলোচনা গড়ে তোলা জরুরি। বিতর্ক উস্‌কে দেওয়ার জন্য পাঠ্যবইটির ব্যবহার এবং নানা কাল্পনিক পরিস্থিতি তৈরি করে ছাত্রছাত্রীদের মতামত জানতে চাওয়ার উদ্যোগ নিতে হবে শিক্ষক/ শিক্ষিকাকেই। সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যবইটির ৫০ ও ৫১ পৃষ্ঠায় মহম্মদ বিন তুঘলকের প্রসঙ্গে তেমন একটি আলোচনা তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। আবার গণতন্ত্র, স্বায়ত্তশাসনের মতো বিষয়গুলি আলোচনার জন্য নকল সভা (mock parliament) প্রভৃতি তৈরি করে ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণ এবং আলোচনায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

স্থানীয় অঞ্চলে যদি কোনো ঐতিহাসিক স্থাপত্য বা নিদর্শন থাকে তাহলে সেগুলি দেখতে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে যাওয়া দরকার। তাদের সেই অভিজ্ঞতা ছাত্রছাত্রীরা নথিবদ্ধ রাখলে ভালো। বিভিন্ন সংগ্রহশালা, যাদুঘর প্রভৃতি স্থানে শিক্ষামূলক ভ্রমণের উদ্যোগ নেওয়া দরকার। বিভিন্ন মূর্তি, স্থাপত্য, শিল্প, প্রত্নবস্তুর নকল (replica) সংগ্রহ করে শ্রেণিকক্ষের একটা অংশে সংরক্ষণ করা যেতে পারে। বছরে একবার বা দু-বার ইতিহাস বিষয়ক ছোটো ছোটো প্রদর্শনী ও আলোচনা সভার উদ্যোগ নিক ছাত্রছাত্রীরা। স্থানীয় মানুষজন ও বিদ্যালয়ের অন্যান্য শ্রেণির ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক/শিক্ষিকা সবাই সেই প্রদর্শনী ও আলোচনা সভাগুলোয় অংশ নিন। তাহলে ছাত্রছাত্রীরা তাদের ভাবনা-চিন্তার কথা স্বাধীনভাবে ভাগাভাগি করে নিতে পারে সবার সঙ্গে।

জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখা-২০০৫-এ পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি, বিষয় অভিধান ('subject dictionaries'), সহযোগী ও পরিপূরক বই ('supplementary books', 'extra reading') এবং মানচিত্র সঙ্কলন ('atlases') প্রভৃতির ব্যবহারে জোর দেওয়া হয়েছে (NCF, 2005, p. 89-90)।

## অধ্যায়ভিত্তিক পাঠ্যসূচি ■ কাঙ্ক্ষিত সামর্থ্য ■ ও বিষয়-নির্ভর কৃত্যালি ■

**প্রথম অধ্যায় : *ইতিহাসের ধারণা***

*ঐতিহাসিক পারম্পর্যের ধারণা, ইতিহাস ও ভূগোল তথা পরিবেশের সম্পর্ক, ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন ভূগোল, ঐতিহাসিক সময় পরিমাপের নানা প্রকার ধারণা, প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসের উপাদানসমূহ।*

- ইতিহাস ও তার বিবর্তনমূলক প্রকৃতি, ইতিহাস বিষয়ক স্থান-কাল-পাত্র সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা।
- পরিবেশ ও ভূগোলের সঙ্গে ইতিহাসের সম্পর্ক বিষয় ধারণা। প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের ভূগোল ও মানচিত্র বিষয়ে ধারণা।
- ঐতিহাসিক সময় সম্পর্কিত ধারণা। ঐতিহাসিক সময় গণনার বিভিন্ন রূপ। খ্রিস্টপূর্বাব্দ, খ্রিস্টাব্দ ও অন্যান্য অব্দ গণনার ধারণা।
- ইতিহাসের বিভিন্ন উপাদান বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা। প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসের বিভিন্ন প্রকার উপাদান বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা
- ষষ্ঠ শ্রেণিতে পাঠ্য ভারত-ইতিহাসের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা।
- বাড়ি ও বিদ্যালয়ে দেখা বিভিন্ন পুরোনো জিনিসের বিষয়ে দলগত সমীক্ষা/আলোচনা-নির্ভর প্রকল্প। ঐ সমস্ত জিনিসগুলির মধ্যে যেগুলি সম্ভব সেগুলি নিয়ে বিদ্যালয়ে প্রদর্শনীর আয়োজন করা।
- নদীর ধারে মানুষের বসতি ও জীবনযাপনের নানাদিক নিয়ে চার্ট পেপারে ছবি নির্ভর বা কাগজের মন্ড/ থার্মোকল / মাটির তৈরি মডেল নির্ভর প্রকল্প।
- বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলের মানুষের বসতি ও জীবনযাপনের নানাদিক নিয়ে চার্ট পেপারে ছবি নির্ভর বা কাগজের মন্ড/ থার্মোকল / মাটির তৈরি মডেল নির্ভর প্রকল্প।

**দ্বিতীয় অধ্যায় : *ভারতীয় উপমহাদেশে আদিম মানুষ***

*যাযাবর জীবন থেকে স্থায়ী বসতিস্থাপন; এপ থেকে আদিম মানুষের বিবর্তন; আগুন ব্যবহারের শুরু; বিভিন্ন পাথরের যুগ : প্রাচীন, মধ্য ও নব্য, ভারতীয় উপমহাদেশে আদিম মানুষের জীবনযাপনের নানান দিক; সংস্কৃতি ও সভ্যতার ধারণা।*

- এর থেকে আদিম মানুষের বিবর্তন বিষয় ধারণা। বিভিন্ন ধরনের আদিম মানুষের বিষয় প্রাথমিক ধারণা।
- আদিম মানুষের জীবনযাপনের সঙ্গে পাথর, আগুন ও ধাতুর ব্যবহারের সম্পর্ক বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা।
- ভারতীয় উপমহাদেশে আদিম মানুষের জীবনযাপনের নানা বৈশিষ্ট্য ও বিবর্তন এবং হাতিয়ারের বৈচিত্র্য বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা।
- সংস্কৃতি বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা। মানুষের জীবনযাপনের সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্ক বিষয় ধারণা।
- আদিম মানুষের বিবর্তন ও জীবনযাপনের নানাদিক নিয়ে চার্ট পেপারে ছবি নির্ভর বা কাগজের মন্ড/ থার্মোকল / মাটির তৈরি মডেল নির্ভর প্রকল্প।
- ভারতীয় উপমহাদেশে বিভিন্ন পাথরের যুগে আদিম মানুষের জীবনযাপনের নানাদিক নিয়ে চার্ট পেপারে ছবি নির্ভর বা কাগজের মন্ড/ থার্মোকল / মাটির তৈরি মডেল নির্ভর প্রকল্প।
- নানারকম পাথর সংগ্রহ করে সেগুলির বৈশিষ্ট্য নিয়ে তুলনামূলক ছবি ও লেখা-নির্ভর প্রকল্প।

**তৃতীয় অধ্যায় : *ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন ইতিহাসের ধারা-প্রথম পর্যায়***

*আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৭০০০-১৫০০ অব্দ— সভ্যতার নানা বৈশিষ্ট্য; মেহেরগড়, হরপ্পা সভ্যতা : আবিষ্কার, বিস্তার, নগর কাঠামো, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি।*

- সভ্যতার নানা বৈশিষ্ট্য ও সভ্যতার বিকাশ বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা।
- প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশে সভ্যতার বিকাশের নানান পর্যায় বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা।
- মেহেরগড় সভ্যতার নানান বৈশিষ্ট্য বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা।
- হরপ্পা সভ্যতার নানান বৈশিষ্ট্য বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা।
- নাগরিক জীবনযাত্রার সঙ্গে সভ্যতার সম্পর্ক বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা।
- মেহেরগড় সভ্যতার নানান বৈশিষ্ট্য ও জীবনযাপনের নানাদিক নিয়ে চার্ট পেপারে ছবি নির্ভর বা কাগজের মন্ড/ থার্মোকল / মাটির তৈরি মডেল নির্ভর প্রকল্প।
- হরপ্পা সভ্যতার নগর পরিকল্পনা ও জীবনযাপনের নানাদিক নিয়ে চার্ট পেপারে ছবি নির্ভর বা কাগজের মন্ড/ থার্মোকল / মাটির তৈরি মডেল নির্ভর প্রকল্প।
- হরপ্পা সভ্যতার নগর পরিকল্পনা ও জীবনযাপনের নানাদিকের সঙ্গে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের কোনো একটি শহর / গ্রামের বসতি, অর্থনীতি, জলনিকাশি, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও রাস্তাঘাটের তুলনামূলক আলোচনা-নির্ভর প্রকল্প।

**চতুর্থ অধ্যায় : *ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন ইতিহাসের ধারা-দ্বিতীয় পর্যায়***

*আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০-৬০০ অব্দ— ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবার, বৈদিক সভ্যতার উপাদান হিসাবে বৈদিক সাহিত্য, বৈদিক সাহিত্যে ভৌগোলিক প্রসঙ্গ, বৈদিক সভ্যতা ও প্রত্নতত্ত্ব, বৈদিক রাজনীতি, বৈদিক সমাজ ও অর্থনীতি, বৈদিক সংস্কৃতি ও শিক্ষা, এই পর্যায়ে অন্যান্য সমাজ ও মেগালিথ সংস্কৃতি।*

- ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবার ও ঐ ভাষা পরিবারের অন্তর্গত বিভিন্ন ভাষার মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা।
- ভারতীয় আর্য ভাষাগোষ্ঠীর বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা।
- বৈদিক সভ্যতার অবস্থান বিষয়ে ভৌগোলিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান বিষয়ক ধারণা।
- বৈদিক সভ্যতার ইতিহাসের উপাদান হিসেবে বৈদিক সাহিত্যসমূহ বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা।
- বৈদিক সমাজ, গোষ্ঠী, রাজা, প্রজা প্রভৃতি ধারণা ও বৈদিক রাজনৈতিক কাঠামোর বিবর্তন বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা।
- বৈদিক অর্থনৈতিক এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহ ও স্তর বিভাজন বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা, প্রসঙ্গত বর্ণাশ্রম ও চতুরাশ্রম ব্যবস্থা বিষয়ে ধারণা।
- বৈদিক যুগের শিক্ষাব্যবস্থার বৈচিত্র্য বিষয়ে ধারণা। প্রসঙ্গত, গুরু-শিষ্য সম্পর্ক ও শিক্ষার্থী জীবন বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা।
- বৈদিক যুগের সমকালে ভারতীয় উপমহাদেশে অন্যান্য সমাজ বিষয়ে ধারণা। প্রসঙ্গত, মেগালিথ সংস্কৃতি বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা।
- বৈদিক সভ্যতার অর্থনীতি ও সমাজজীবনের নানাদিকের সঙ্গে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিও সমাজজীবনের নানাদিকের তুলনামূলক আলোচনা-নির্ভর প্রকল্প।
- শিক্ষার্থীদের নিজস্ব বিদ্যালয়ের নানাদিকের সঙ্গে বৈদিক শিক্ষার তুলনামূলক আলোচনা-নির্ভর প্রকল্প।
- আরুণি ও একলব্যের বর্ণনা থেকে একটি নাট্যরূপ বানানো (এ ক্ষেত্রে শিক্ষক / শিক্ষিকার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ) বা ছবি আঁকা-নির্ভর প্রকল্প।

- মেহেরগড়, হরপ্পা ও বৈদিক ইতিহাসের বিভিন্ন বিষয়ে একটি সময় সারণি বানানো।
- বিভিন্ন ধরনের মেগালিথ নিয়ে চার্ট পেপারে ছবি নির্ভর বা কাগজের মন্ড/ থার্মোকল / মাটির তৈরি মডেল নির্ভর প্রকল্প।

**পঞ্চম অধ্যায় : *খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের ভারতীয় উপমহাদেশ-রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং ধর্মের বিবর্তন-উত্তর ভারত:***

*জনপদ থেকে মহাজনপদের বিবর্তন, ষোড়শ মহাজনপদ, মহাজনপদের শাসনব্যবস্থা : মগধ ও বজ্জি, নব্যধর্ম আন্দোলন, জৈন ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, জাতকের গল্প।*

- জনপদ, মহাজনপদ প্রভৃতি এবং জনপদ থেকে মহাজনপদে বিবর্তন বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা।
- ষোড়শ মহাজনপদ ও তাদের মধ্যে ক্রমে মগধের উত্থানের বিভিন্ন কারণ বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা।
- রাজতান্ত্রিক ও অরাজতান্ত্রিক মহাজনপদের শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন দিক বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা। প্রসঙ্গত, মুখল মগধ ও বজ্জি মহাজনপদ দুটির শাসন বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা।
- নব্যধর্ম আন্দোলনের প্রেক্ষাপট বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা।
- নব্যধর্ম আন্দোলনের বিভিন্ন ধারা বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা। প্রসঙ্গত; জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের নানাদিক বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা।
- বৌদ্ধ ধর্মশিক্ষা ও প্রচারের সঙ্গে জাতকের গল্পের সম্পর্ক বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা।

- রাজতান্ত্রিক ও অরাজতান্ত্রিক মহাজনপদগুলির শাসনব্যবস্থার নানা দিক নিয়ে শ্রেণিতে বিতর্কসভার উদ্যোগ।
- জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের বৈশিষ্ট্যগুলির তুলনামূলক আলোচনা-নির্ভর প্রকল্প।
- সেরিবাণিজ-জাতক গল্পটির নাট্যরূপ তৈরি করে অভিনয়ের উদ্যোগ নেওয়া (এক্ষেত্রে শিক্ষক/শিক্ষিকার উদ্যোগ ও ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ)।

**ষষ্ঠ অধ্যায়: *সাম্রাজ্য বিস্তার ও শাসন-আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের প্রথম ভাগ***

*সাম্রাজ্য ও সম্রাটের ধারণা, ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা, আলেকজান্ডারের ভারত অভিযান, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ও মৌর্য সাম্রাজ্য, মৌর্য-ইতিহাসের উপাদান হিসেবে অর্থশাস্ত্র, সম্রাট অশোক, মৌর্য সাম্রাজ্যের কাঠামো ও শাসন পদ্ধতি, মৌর্য অর্থনীতি, অশোকের ধম্ম, কুষাণ ও সাতবাহন শাসন, গুপ্ত সাম্রাজ্য, বাকাটক শাসন, গুপ্ত-পরবর্তী উত্তর ভারত : পুষ্যভূতিদের শাসন, হর্ষবর্ধন, সুয়ান জাং-এর বর্ণনায় হর্ষবর্ধন।*

- সাম্রাজ্য ও সম্রাট বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা।
- ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম সাম্রাজ্য হিসেবে মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও তার সঙ্গে আলেকজান্ডারের অভিযানের সম্পর্ক বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা।
- মৌর্য সাম্রাজ্যের বিস্তার ও শাসন কাঠামো বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা। প্রসঙ্গত, সম্রাট অশোকের ধম্মনীতি বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা।
- কুষাণ ও সাতবাহন শাসন পদ্ধতির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা।
- গুপ্ত সাম্রাজ্যের বিস্তার এবং গুপ্ত ও বাকাটক শাসন পদ্ধতির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা।
- গুপ্ত-পরবর্তী উত্তর ভারতে আঞ্চলিক রাজ্যসমূহ বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা। প্রসঙ্গত, পুষ্যভূতি তথা হর্ষবর্ধনের শাসনকাঠামো ও ধর্মীয় পৃষ্ঠপোষকতা বিষয়ে ধারণা।

- ষষ্ঠ অধ্যায়ে যে তিনটি মানচিত্র রয়েছে, তাদের তুলনামূলক আলোচনা-নির্ভর প্রকল্প।
- ষষ্ঠ অধ্যায়ে যে মুদ্রাগুলির ছবি রয়েছে, তাদের তুলনামূলক আলোচনা-নির্ভর প্রকল্প।

- ষষ্ঠ অধ্যায়ে যে শাসনব্যবস্থাগুলির আলোচনা রয়েছে, তাদের তুলনামূলক আলোচনা-নির্ভর প্রকল্প।
- ষষ্ঠ অধ্যাযের শেষে প্রয়াগের মহাদান বিষয়ে যে বর্ণনা রয়েছে, তার ভিত্তিতে একপাতার মধ্যে একটি নাট্যরূপ/প্রতিবেদন/কমিকস স্ট্রিপ-নির্ভর প্রকল্প।

**সপ্তম অধ্যায় : *অর্থনীতি ও জীবনযাত্রা - আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের প্রথম ভাগ***

*খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক পর্যন্ত অর্থনীতি ও সমাজ জীবন, আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের শেষ ভাগ থেকে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত অর্থনীতি ও সমাজজীবন, খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত অর্থনীতি ও সমাজজীবন, খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতক থেকে সপ্তম শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত অর্থনীতি ও সমাজ জীবন, বিদেশী পর্যটকদের বিবরণে ভারতীয় উপমহাদেশের সমাজজীবন।*

- প্রাচীন ভারতের সাধারণ মানুষের জীবনযাপনের নানান দিক বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা।
- খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক পর্যন্ত অর্থনীতি ও সমাজ জীবনের নানা দিক বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা। প্রসঙ্গত, দ্বিতীয় নগরায়ণের পরিপ্রেক্ষিত ও বিবর্তন বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা।
- আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের শেষ ভাগ থেকে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত অর্থনীতি ও সমাজজীবন বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা। প্রসঙ্গত, বিদেশী পর্যটক হিসেবে মেগাস্থিনিসের ভারতীয় সমাজ কাঠামো সম্পর্কে আলোচনা বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা।
- খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত অর্থনীতি ও সমাজজীবন বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা। প্রসঙ্গত, প্রাচীন ভারতে জলসেচ ব্যবস্থার গুরুত্ব, উত্তর ভারতে নগরায়ণের পরিপ্রেক্ষিত ও বিবর্তন, দক্ষিণ ভারতের গ্রাম-জীবন বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা।
- খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতক থেকে সপ্তম শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত অর্থনীতি ও সমাজ জীবন বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা। প্রসঙ্গত, প্রাচীন ভারতে কারিগর ও ব্যবসায়ীদের সংঘ, অগ্রহার ব্যবস্থা ও স্ত্রীধন বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা।
- বিদেশী পর্যটকদের বিবরণে ভারতীয় উপমহাদেশের সমাজজীবন বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা। প্রসঙ্গত, ফাসিয়ান ও সুয়ান জাং-এর লেখায় ভারতীয় উপমহাদেশের সমাজ জীবনের নানা বৈশিষ্ট্য বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা।
- ষষ্ঠ অধ্যায়ে যে মুদ্রাগুলির ছবি রয়েছে তাদের সঙ্গে সপ্তম অধ্যায়ের মুদ্রার ছবিগুলির তুলনামূলক আলোচনা-নির্ভর প্রকল্প।
- প্রাচীন ভারতের জলসেচ ব্যবস্থার সঙ্গে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের জলসেচ ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা-নির্ভর প্রকল্প।
- প্রাচীন ভারতের মানুষের জীবনযাত্রার নানাদিকের সঙ্গে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ মানুষের জীবনযাপনের নানাদিকের তুলনামূলক কথোপকথন/সংলাপ রচনা নির্ভর প্রকল্প।

**অষ্টম অধ্যায় : *প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশে সংস্কৃতিচর্চা - শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্প***

*বিভিন্ন ধরণের শিক্ষার কাঠামো, সাহিত্যচর্চার নানা আঙ্গিক, লিপি, বিজ্ঞানচর্চার নানা মাধ্যম, প্রাচীন ভারতে পরিবেশ বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি, শিল্পচর্চার নানা আঙ্গিক।*

- প্রাচীন ভারতে শিক্ষাব্যবস্থার নানা দিক ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা। প্রসঙ্গত, তক্ষশিলা, মোগলমারি প্রভৃতি শিক্ষাকেন্দ্র ও বিভিন্ন ধরনের শিক্ষক বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা।
- প্রাচীন ভারতে বিভিন্ন ভাষায় সাহিত্যচর্চা বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা। প্রসঙ্গাত, মহাকাব্য, পুরান, নাটক ও অন্যান্য বর্গের সাহিত্যকর্ম; সাহিত্যের ভাষা ও লিপি প্রভৃতি বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা।
- প্রাচীন ভারতে বিভিন্ন ধরনের বৈজ্ঞানিক চর্চা বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা। প্রসঙ্গত, চিকিৎসা বিজ্ঞান, গণিত ও জ্যোতিবিজ্ঞান, ধাতু ও রসায়ন বিজ্ঞান, কৃষি বিজ্ঞান এবং স্থাপত্য ও কারিগরি বিজ্ঞান প্রভৃতি এবং প্রাচীন ভারতের পরিবেশ বিষয়ক চিন্তা সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা।

- প্রাচীন ভারতে বিভিন্ন মাধ্যমে শিল্পচর্চা বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা। প্রসঙ্গত, ছবির তুলনামূলক আলোচনার সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার বিবর্তন বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা।
- প্রাচীন ভারতে শিক্ষাব্যবস্থার নানা দিক ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ে চার্ট পেপারে ছবি নির্ভর বা কাগজের মন্ড/ থার্মোকল / মাটির তৈরি মডেল নির্ভর প্রকল্প।
- প্রাচীন ভারতের একজন শিক্ষার্থীর সঙ্গে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের একজন শিক্ষার্থীর কথোপকথন/সংলাপ রচনা নির্ভর প্রকল্প।
- প্রাচীন ভারতে বিভিন্ন ভাষায় সাহিত্যচর্চা বিষয়ে একটি সময় সারণি বানানো।
- একটি আদর্শ হাসপাতাল কেমন হওয়া উচিত সে নিয়ে আলোচনা ও হাসপাতালের নকশার ছবি/মডেল বানানো নির্ভর প্রকল্প।
- প্রাচীন ভারতের শিল্পচর্চার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও বিবর্তন নির্ভর আলোচনা ও শিল্প নিদর্শনগুলির নকশার ছবি/মডেল বানানো নির্ভর প্রকল্প।

**নবম অধ্যায় : *প্রাচীন ভারত ও সমকালীন বহির্বিশ্বের মধ্যে সংযোগের নানা দিক - খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমভাগ পর্যন্ত***

*সংযোগের নানা মাধ্যম; প্রাচীন বিশ্বের কয়েকটি সভ্যতা : সুমেরীয়, ব্যাবিলনীয়, মিশরীয়, চিনা, গ্রিক, পারসিক, ও রোমান; সংযোগের রাজনৈতিক মাধ্যম— পারস্য, গ্রিস, মধ্য-এশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ; সংযোগের অর্থনৈতিক মাধ্যম— রোম-ভারত বাণিজ্য; সংযোগের সাংস্কৃতিক মাধ্যম— গ্রিক, শক-পহ্লব, কুষাণ, গন্ধার শিল্প; বৌদ্ধধর্মকে কেন্দ্র করে ভারতীয় উপমহাদেশ ও বহির্বিশ্বের মধ্যে যোগাযোগ— দূতবিনিময়, পরিব্রাজক, শিক্ষাচর্চা।*

- প্রাচীন ভারতের সঙ্গে প্রাচীন বিশ্বের কয়েকটি সভ্যতার যোগাযোগ বিষয়ে মানচিত্র-নির্ভর প্রাথমিক ধারণা। প্রসঙ্গত, ঐ সভ্যতাগুলির সম্পর্কে অতিসংক্ষিপ্ত পরিচিতি লাভ।
- প্রাচীন ভারতের সঙ্গে প্রাচীন বিশ্বের রাজনৈতিক যোগাযোগ বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা। প্রসঙ্গত, পারসিক, গ্রিক, পশ্চিম ও মধ্য এশিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের সঙ্গে রাজনৈতিক যোগাযোগের নানাদিক সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি লাভ।
- প্রাচীন ভারতের সঙ্গে প্রাচীন বিশ্বের অর্থনৈতিক যোগাযোগ বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা। প্রসঙ্গত, রেশম বাণিজ্য, সমুদ্রবাণিজ্যে মৌসুমি বায়ুর প্রভাব, অর্থনৈতিক ইতিহাসের উপাদান হিসেবে *পেরিপ্লাস অভ দ্য ইরিথ্রিয়ান সী* বই, সমুদ্রবাণিজ্যে উপকূলীয় অঞ্চলের গুরুত্ব, তাম্রলিপ্ত বন্দর-নগর প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি লাভ।
- প্রাচীন ভারতের সঙ্গে প্রাচীন বিশ্বের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা। প্রসঙ্গত, পারসিক, গ্রিক, শক-পহ্লব, কুষাণ প্রভৃতি জাতি-উপজাতির সঙ্গে যোগাযোগের নানাদিক বিষয়ে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি লাভ। পাশাপাশি বিশেষ করে গন্ধার শিল্পচর্চা, জ্যোতির্বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক বিনিময় বিষয়ে ধারণা। বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনচর্চাকে কেন্দ্র করে প্রাচীন ভারতের সঙ্গে প্রাচীন চিনের বৌদ্ধিক বিনিময়ের নানা দিক বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ধারণা।

- প্রাচীন বিশ্বের কোনো একটি সভ্যতার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য- নির্ভর আলোচনা ও ছবি/মডেল বানানো নির্ভর প্রকল্প।
- প্রাচীন ভারতের সঙ্গে প্রাচীন বিশ্বের যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যম বিষয়ে বিস্তারিত সারণী বানানো নির্ভর প্রকল্প।
- ফাসিয়ান ও সুয়ান জাং-এর ভ্রমণ পথ বিষয়ক মানচিত্র-নির্ভর তুলনামূলক আলোচনা নির্ভর প্রকল্প